দ্য ক্রিটিক অন দা হার্থ

ডিনার করছিলাম জর্জের সঙ্গে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'তুমি স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের সমালোচকদের নিয়ে কী বলে গেছেন শুনতে চাও?'

'না', জবাব দিল জর্জ।

'বেশ! তবু বলি শোনো।' তিনি বলেছেন, 'সমালোচক সাধারণত সেসব মানুষ হয়ে থাকে যাদের কবি, ইতিহাসবিদ, আত্মজীবনী রচয়িতা ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা ছিল। তারা এসব হবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। ফলে সমালোচক হয়েছে। পার্সি বিশি শেলীও প্রায় একই কথা বলেছেন।

তেইশ শত বছর আগে গ্রিক শিল্পী জিউক্সি বলে গেছেন, "কারিগরি বিদ্যার চেয়ে সমালোচনা করা সহজ।" লর্ড বায়রন মন্তব্য করেছেন, "ক্রিটিকরা সবাই রেডি-মেড... খুব মিস কোট করা শিখতে হয়।" তো এ রকম ভুরি ভুরি উদাহরণ আমি দিতে পারি।'

'তা তো পারেনই দেখছি,' বলল জর্জ। 'আপনি কী করেন? বসে বসে এসব স্মৃতিচারণ করেন?'

'হ্যাঁ। আমার আরো অনেক কোটেশন মনে আছে।'

'থাক। তা আর বলার দরকার নেই।'

'আমার নিজের দুটো কমেন্ট শোনাই। প্রথমটি হল— প্রতিটি সমালোচকের আসলে গারবেজ কালেক্টর হওয়া উচিত। সে যত বেশি কাজ করবে তত তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়— প্রতিটি সমালোচককে ফায়ারপ্লেসে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া উচিত।'

'আর উনুন নিয়ে তারা সমালোচনা শুরু করে দিক, অ্যাঁ?'

'আচ্ছা, জর্জ, তোমার সঙ্গে কোনো সমালোচকের পরিচয় আছে? তাকে কখনো সাহায্যের চেষ্টা করেছ তুমি?'

www.banglainternet.com

'মানে ?'

'তুমি যেমন আমার কান পাকিয়ে দিয়েছ তোমার খুদে দানবের গল্প বলে, তার বিস্তারিত পরিচয়, নিরীহ লোকজনকে তোমার দ্বারা তাকে দিয়ে যন্ত্রণা দেয়া। তেমনি এমন ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে কোনো সমালোচকের জীবনও তুমি দুর্বিষহ করে তুলেছিলে ?'

অন্যমনস্ক গলায় জবাব দিল জর্জ, 'এ রকম একটা ঘটনা সত্যি ঘটেছিল লুসিয়াস ল্যামার হ্যাজেলটাইনকে নিয়ে।'

'সমালোচক ?'

'হ্যাঁ। তবে এর নাম বোধহয় আপনি শোনেননি। আপনার আজেবাজে বই নিয়ে সে ঘাঁটাঘাঁটি করে না।'

'একে তুমি সাহায্য করতে গিয়েছিলে ?'

'গিয়েছিলাম।'

এই প্রথম নিজে থেকে জর্জের গল্প শুনতে আগ্রহী হয়ে উঠলাম আমি। 'বল তো ঘটনাটা,' বললাম আমি। 'বিস্তারিত বল।'

লুসিয়াম ল্যামার হ্যাজেলটিন [বলল জর্জ] সমালোচক হলেও খুব সুদর্শন ছিল দেখতে। তরুণ বয়সে আমি যে রকম সুদর্শন ছিলাম সে রকম রূপবান ছিল হ্যাজেলটিন। দশ বছর ধরে সে সমালোচনা করে আসছিল। অথচ তার মুখে একটাও দাগ ছিল না, নাকটাও ছিল অক্ষত। আপনি জানেন সমালোচকরা সমালোচনা করতে গেলে প্রায়ই লেখকদের ধোলাইয়ের শিকার হয়। তাতে খুব কম সমালোচকের নাক-মুখই অক্ষত, দাগশূন্য থাকে।

হ্যাজেলটিনের নীল, স্বচ্ছ চোখে ছিল নিষ্পাপ দেবদ্যুতি চাউনি। তার সোনালি চুল কোঁকড়ানো, গায়ের রঙ গোলাপি, খাড়া নাক এবং চমৎকার থুতনি। অনেক লেখকই তেড়ে মারতে গেছে হ্যাজেলটিনকে। কিন্তু ফিরে এসেছে। তারা এমন দেবতার মতো রূপবান মানুষকে মেরে সৌন্দর্যহানি করতে চায়নি। তবে হ্যাজেলটিনকে মারতে না পারার ব্যর্থতায় নিজেদেরকে তারা অভিসম্পাত করত। ভাবত কেউ যদি সাহস করে দু'ঘা বসিয়ে দিতে পারত হ্যাজেলটিনকে। কিন্তু সাহস পায়নি। হ্যাজেলটিনকে মেরে, নাক ভেঙে দিলে সাধারণ মানুষের একটা কিলও মাটিতে পড়ত না, হ্যাজেলটিনের সৌন্দর্যহানির অপরাধে উল্টো ওই লেখককেই তারা তুলোধুনো করে ফেলত— এই ভয়েই কেউ ওর গায়ে হাত তোলার সাহস পেত না। কাজেই ভিলেন হবার শখ কারোরই ছিল না।

www.banglainternet.com

আপনি বোধহয় আগাথা ওরোথি লিসারের নাম শুনেছেন। রহস্য লেখিকা। সাইকোটিকদের নিয়ে মার্ডার মিস্ট্রি লেখে। এমন প্রাচুর্যপূর্ণ আর বিস্তারিত তথ্যে ভরপুর গল্প যে সমালোচকরাও তার গল্পের সমালোচনা করতে ভয় পায়। এক ক্রিটিক একবার বলেছিল, 'আগাথা ডরোথি লিসারকে স্পর্শ করা খুব কঠিন।' আরেকজন লিখেছে, 'তার প্রতিটি বাক্য ভয়ঙ্করত্বে পরিপূর্ণ।'

এ রকম প্রশংসা পেলে একজন তরুণী লেখিকার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওটাই স্বাভাবিক। ক্রাইম রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক মিটিং-এ একমাত্র লেখিকা ছিল আগাথা ডরোথি যে সমালোচনার ধরন ও ভঙ্গির কঠিন সমালোচনা করে লেখকদের অবাক করে দিয়েছিল।

তবে লুসিয়াস ল্যামার হ্যাজেলটিন ডরোথির প্রথম এক ডজন বইকে একেবারেই পাত্তা দেয়নি। অবশ্য তার নতুন বই 'ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ডস ইন মাই ব্লাড' হ্যাজেলটিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে বলে, 'ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ডস ইন মাই ব্লাড' পড়লে পেট গুড়গুড় করে ওঠে, মাঝে মাঝে আমার বমির উদ্রেকও হয়েছে, তবে এর বেশি কিছু নয়। তবে আমি অবাক হয়ে ভেবেছি যে কোনো তরুণী লেখিকাই ভালো লিখতে পারে না। এ লেখাটি কোনো পুরুষ মানুষের লেখা উচিত ছিল।'

হ্যাজেলটিনের এ সমালোচনা পড়ে আগাথা ডরোথি লিসেরের চোখ ফেটে জল আসে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সুন্দর চোখজোড়ায় ঠাণ্ডা, কঠিন দৃষ্টি ফুটিয়ে সে চলে যায় আস্তাবল থেকে আস্তাবলে। ঘোড়ার গায়ে চাবুক চালিয়ে মানুষকে কিভাবে চাবুক মারবে তা শেখার জন্যে।

হ্যাজেলটিন, জানত সে, ক্রিটিকস কনগ্রেজেশনের সদস্য। এটি পেশাদারদের একটি সংগঠন, এরা দক্ষিণ ব্রনক্সের জঙ্গলে, একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে মিলিত হয়। এদের ধারণা এখানে কেউ তাদের পিছু নিয়ে আসবে না। কিন্তু মিস লিসেরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল কনগ্রেজেশনের ঠিকানা খুঁজে বের করবে, ওখানে হ্যাজেলটিন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তারপর চাবুকে ওর পিঠের ছাল তুলে দেবে। হ্যাজেলটিনের ছবি দেখেছিল সে। কিন্তু তাকে সামনাসামনি দেখার পরে সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

হ্যাজেলটিনের সুন্দর মুখখানা দেখামাত্র গলে গেল লিসের। আস্তাবলে ঘোড়া পেটাত সে চাবুক মারা শেখার জন্যে। কিন্তু হ্যাজেলটিনকে দেখার সাথে সাথে তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল চাবুক। চোখ ভরে গেল

www.banglainternet.com

জলে। আমি বোধহয় বলেছি মিস লিসের হ্যাজেলটিনের মতোই রূপবতী, তবে তার চুলের রঙ্গ পিঙ্গল আর চোখ বাদামি। তার নাক ডগার দিকে সামান্য বাঁকা, ঠোঁট ফোলা ফোলা, গায়ের রঙ পিচফলের মতো। আর দু'জনে দু'জনকে দেখামাত্র প্রেমে পড়ে গেল।

হ্যাজেলটিন আমার ভালো বন্ধু ছিল। সমালোচক বলে লোকজন ওকে প্রায় এড়িয়েই চলত আর আমি ওর সঙ্গে দেখা হলেই কথা বলতাম বলে সে আমার প্রতি ছিল কৃতজ্ঞ।

একদিন ও আমাকে লাঞ্চ খাওয়াচ্ছে, আমি বললাম, 'লুসিয়াস, অভিনন্দন। শুনলাম তুমি নাকি পৃথিবীর সবেচেয়ে সুন্দরী লেখিকাটির হৃদয় জয় করেছ।'

'জি,' অদ্ভুত পানসে গলায় জবাব দিল সে। 'আর সে জয় করেছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সমালোচককে— আমাকে। তবে এ ভালোবাসা বড় দুর্ভাগা। এ হবার নয়, জর্জ।'

'কেন নয় ?' অবাক হলাম আমি।

'সে লেখক। আমি সমালোচক। তাহলে আমরা প্রেম করব কিভাবে ?'

'কেন, আর দশটা প্রেম যেভাবে করে মানুষ। আরামদায়ক বিছানা আছে এরকম একটা মোটেল রুম ভাড়া করে—'

'আমি শারীরিক প্রেমের কথা বলছি না, জর্জ। বলছি অভ্যন্তরীণ এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের কথা। তেলে-জলে হয়তো মিলতে পারে, আগুন আর বালুর পাশাপাশি সহাবস্থানও হয়তো সম্ভব, ডলফিন বাস করতে পারে হরিণের সঙ্গে, সেভাবে কি লেখক আর সমালোচকের প্রেম হওয়া সম্ভব ? আমি কি ওর বই সমালোচনা বাদ দিয়ে দিতে পারব ?'

'অবশ্যই পারবে, লুসিয়াস। স্রেফ ওদিকে না তাকালেই হল।'

'পারব না। "ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ডস ইন মাই হ্যান্ড" সমালোচনা করার পরে ওর বইয়ের সমালোচনার একটা দায়িত্ব আমার ওপর বর্তেছে। এখন থেকে ওর আগামী সমস্ত বইয়ের সমালোচনা আমাকে করতে হবে। এমনকি বর্তমানে যেটা লিখছে সেটারও। এ বইয়ের নাম "হ্যাং মি আপ বাই মাই ইনটেসটাইনস।" '

'বেশ। সমালোচনা যদি করতেই হয় তাহলে ভালো কিছু লিখ। পেট গুলিয়ে আসে, নাক ঠেলে বমি হতে চায় এসব না লিখলেই হল।'

www.banglainternet.com

আমার দিকে বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকাল হ্যাজেলটিন, 'তা কী করে সম্ভব, জর্জ। তুমি বোধহয় প্রাচীন গ্রিক সময়ে প্রতিষ্ঠিত সমালোচকদের শপথের কথা ভুলে গেছ। ইংরেজিতে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় : "বিষয় অতি চমৎকার, দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত এবং বিশাল হলেও তুমি তোমার শিরদাঁড়া টানটান করে রাখবে এবং কঠোর ও কদর্যভাবে কিছু বলবে।" আমার পক্ষে এ শপথ ভাঙা সম্ভব নয়, জর্জ, যদিও এ কারণে আমার ভালোবাসা ধ্বংস হয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

আমি মিস লিসেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চললাম। নিজের পরিচয় দিলাম লুসিয়াস ল্যামার হ্যাজেলটিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে। আমার কথায় কাজ হল। একটু পরে দেখলাম চোখের জলে আমার জামা ভিজিয়ে দিচ্ছে মিস লিসের।

'আমি ওকে ভালোবাসি, ওকে ভালোবাসি,' আমার জামার একটা কোণ শুকনো দেখতে পেয়ে জায়গাটা চোখের জলে ভিজিয়ে দিতে দিতে বলল সে।

আমি বললাম, 'তাহলে এমন কিছু কেন লিখছেন না যা ওর পছন্দ হয় ?'

'কী করে তা সম্ভব ?' আমার দিকে বিষদৃষ্টি হেনে বলল মিস লিসের।

'আমি লেখকের প্রতিজ্ঞা ভাঙতে পারব না।'

'লেখকের প্রতিজ্ঞাও আছে নাকি ?'

'প্রাচীন সুমেরিয়ান সময়ে এ প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। ইংরেজিতে অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, "সবসময় ধারাল ও বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে লিখবে যাতে তোমার সমালোচকরা সূক্ষ্মতার চড়ের বাড়ি যায়।" '

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দুই তরুণ-তরুণীর জন্যে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হল। সিদ্ধান্ত নিলাম অ্যাজাজেলের কাছে সাহায্য চাইব। সে থাকে হাই-টেক কন্টিনিয়ামে।

আশ্চর্য, ওকে ভালো মুডে পেয়ে গেলাম। ছোটো লাল মুখ, মাথায় খুদে এক জোড়া শিং, আমার দিকে তাকিয়ে হাসল অ্যাজাজেল ডানে-বামে নাড়তে নাড়তে।

'হে নিখিল সৃষ্টির বিস্ময়,' বললাম আমি, 'আজ তোমাকে বেশ খুশি খুশি লাগছে।'

'হ্যাঁ, আমি খুশি।' বলল সে। একটি জিলটচিক লিখেছি। বিশ্বজনীনভাবে প্রশংসিত হয়েছে লেখাটি।'

www.banglainternet.com

'জিলটচিক কী জিনিস ?'

'রম্য-কবিতা। সবাই খুব হেসেছে। এটা আমার জন্যে একটা জয়।'

'আমি কি তোমার জয়ের কবিতা দু'টি ভাঙা-হৃদয়কে শোনাতে পারি ? আর যেহেতু তোমার জিলটচিক বিশ্বজনীনভাবে প্রশংসা পেয়েছে তাহলে ধরে নিতে হয় তোমাদের পৃথিবীতে সমালোচক বলে কেউ নেই।'

'নেই আবার ?' বিতৃষ্ণায় মুখ বাঁকাল অ্যাজাজেল। 'এই বিশ্রী জিনিসগুলো আমাদের জগতেও আছে। এই তো গতকাল আরেকটা জিলটচিক নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম। ওটা সদ্য পারপারটেড করেছি মানে রচনা করেছি— তখন এক সমালোচক বলে উঠল, "হরসাবেলাম ডেসোডেরাটিম আন্দেভিডুয়ালি স্টিঙ্কো'। কত বড় গাধা হলে এ ধরনের মূর্খের মতো কথা বলতে পারে কেউ, ভাবা যায় ?'

'এ কথার অর্থ কী ?'

'অর্থ বলতে গিয়ে বেহুদা মুখ ব্যথা করতে পারব না।'

অ্যাজাজেল রেগে যাচ্ছে দেখে মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। রেগে গেলে ওর কাছ থেকে সাহায্যের আশা নিরাশায় পরিণত হবে। তাই তাড়াতাড়ি হ্যাজেলটিনের ঘটনাটা বলে দিলাম ওকে।

মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনল অ্যাজাজেল। তারপর বলল, 'তুমি চাইছ এই সমালোচকের আচরণের উন্নতি সাধন করি ?'

'জি।'

'অসম্ভব। এ আমার দ্বারা হবে না। সমালোচকরা সমস্ত সাহায্যের বাইরে।'

'তাহলে ওকে সমালোচক ছাড়া অন্য কিছু বানিয়ে দিতে পার না ?'

'তাও সম্ভব না। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সমালোচকরা এমন জিনিস যে এদের অন্য কোনো লাইনেও উন্নতি করা সম্ভব নয়। অন্য কোনো প্রতিভা থাকলে কি আর সে সমালোচক হয় ?'

'তা অবশ্য ঠিক,'থুতনি ঘষতে ঘষতে বললাম আমি।

'যা হোক,' বলল অ্যাজাজেল। 'আমাকে একটু ভাবতে দাও। এখানে আরো একজন জড়িত। একজন লেখক।'

'জি,' উৎসাহিত হয়ে বললাম আমি। 'ওকে দিয়ে কি তুমি এমন কিছু লেখাতে পার না যা সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকবে ?'

'তুমি জান তা সম্ভব নয়। এমন কিছু লেখা সম্ভব নয় যা সমালোচকদের পক্ষে সমালোচনা করা অসম্ভব। তবে—'

www.banglainternet.com

'তবে কী ?' উৎকণ্ঠা নিয়ে জানতে চাইলাম আমি।

'আমি সমালোচক বা লেখক কারো আচরণ বদলাতে না পারলেও আরেকটা কাজ করতে পারব। সমালোচককে বানিয়ে দেব লেখক, লেখকের রূপান্তর ঘটবে সমালোচকে। দু'জনেই যে যার পূর্ব-প্রতিজ্ঞা থেকে তখন পরস্পরকে নতুন চোখে দেখতে শুরু করবে।'

'দারুণ,' বললাম আমি। 'হে অনন্তের প্রভু, আমার ধারণা তুমি সমস্যার সমাধান করে ফেলেছ।'

হপ্তাখানেক পরে, আমি লুসিয়াস হ্যাজেলটিনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম এ বিশ্বাস নিয়ে যে নিশ্চয় কাজ শুরু হয়ে গেছে।

আমাকে দেখে লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হ্যাজেলটিন। 'সমালোচনার কাজ করতে করতে আমি দারুণ ক্লান্ত হয়ে গেছি, জর্জ। সবার গালমন্দ খেতে খেতে জীবনটাই বিস্বাদ ঠেকছে নিজের কাছে।'

'তাহলে কী করবে এখন ?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইলাম।

'ভাবছি লেখক হব।'

'কিন্তু, লুসিয়াস, তুমি তো লিখতে জান না। তুমি শুধু সমালোচনা করতে পার।'

'কবিতা লিখব। ওটা সহজ কাজ।'

'তুমি শিওর?'

'একশোবার। দু' লাইন ছন্দ মেলালেই আধুনিক কবিতা হয়ে গেল। সে কবিতার কোনো মানে না থাকলেও চলে। যেমন ধরো, একটা কবিতা আমি লিখেও ফেলেছি। নাম দিয়েছি "দ্য ভালচার"। কবিতাটা পড়ছি, শোনো :

"He clasps the crag with crooked claws;
Close the to San without a Pause.
Ringed with the arure world because
He watches for prey from mountain sides,
Then down like a thunderbolt he Glides."

"হি ক্ল্যাস্পস দ্য ক্র্যাগ উইথ ক্রকেড ক্লজ ;
ক্লোজ টু দ্য সান উইথ আউট এ পজ

www.banglainternet.com

রিংগড উইথ দ্য এজুউর ওয়ার্ল্ড বিকজ
হি ওয়াচেস ফর প্রে ফ্রম মাউন্টেন সাইডস,
দেন ডাউন লাইক এ থান্ডারবোল্ট হি গ্লাইডস।"

আমি চিন্তিত গলায় মন্তব্য করলাম, 'লুসিয়াস, কবিতাটি আহরিত।'

'আহরিত মানে?'

'একটা কবিতা আছে "দ্য ঈগল" নামে। ওটার শুরুও তোমারটার মতো— 'হি ক্ল্যাসপস দ্য ক্র্যাগ উইথ ক্রুকেড হ্যান্ডস।'

চোখ জ্বলে উঠল হ্যাজেলটিনের। 'ঈগল? হাত আছে! সবাই জানে ঈগলের হাত নেই। আসলে প্রকৃতির ইতিহাস না জেনে যে কবি কবিতা লেখে সে একটা মূর্খ ছাড়া কিছু নয়। কে এই কবিতাটা লিখেছে?'

'আলফ্রেড লর্ড টেনিসন।'

'নাম শুনিনি কোনোদিন,' বলল হ্যাজেলটিন। (সত্যি সে টেনিসনের নাম শোনেনি, যদিও সে সাহিত্য সমালোচক)।

'আমার আরেকটা কবিতার কয়েকটা লাইন শোনো।' বলল ও। তারপর আবৃত্তি করতে লাগল!

"Listen, my children, and you will find
that I'll tell you a story, if you don't mind,
About the land of the rising sun
On the seventh of December, forty-one,
Almost all who remember are over and done—"

"লিসেন, মাই চিল্ড্রেন, অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড
ডেট আই উইল টেল ইউ এ স্টোরি, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড,
এবাউট দ্য লেন্ড অব দ্য রাইজিং সান
অন দ্য সেভেন্থ অব ডিসেম্বর, ফর্টি-ওয়ান,
অলমোস্ট অল হু রিমেম্বার আর ওভার অ্যান্ড ডান–"

বাধা দিলাম আমি। 'এ কবিতার নাম কী দিয়েছ, লুসিয়াস? "দ্য ডেলাইট স্লুজ অব কিমেল অ্যান্ড শর্ট?"

www.banglainternet.com

আমার দিকে সরু চোখে তাকাল হ্যাজেলটিন। 'তুমি জানলে কী করে?'

'ধারণা আর কি।'

'আবার আবৃত্তি শুরু করে দিল ও, "দ্যাটস মাই লাস্ট মাদার ইন-ল পেইন্টেড মেন দ্য ওয়াল—" এবং "ইউ নো, উই ইয়াঙ্কস স্টর্মড অ্যানজিও। অ্যান্ড অন দ্যা ট্রাইন্টিং ডে—" '

এরপরে ও দীর্ঘ এক পল্লি কবিতা শুরু করে দিলে আমি বাধ্য হলাম ওকে থামিয়ে দিতে। কবিতার প্রথম চরণগুলো হল :

ইট ওয়াজ অ্যান অ্যানসিয়েন্ট সেইলিং ম্যান
অ্যান্ড হি স্টপেথ ওয়ান অব ফাইভ
'ইফ ইউ ডোন্ট আনহ্যান্ড মি, গ্রেবিয়ার্ড লুন
ইউ ওয়েস্ট বি লং অ্যালাইভ।'

আমি ছুটে পালালাম হ্যাজেলটিনের কাছ থেকে আরো কবিতা শোনার যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পেতে। কবি হওয়ার চেয়ে সমালোচক হওয়া ভালো, কেটে পড়তে পড়তে ভাবলাম আমি।

এরপরে আমি গেলাম মিস লিসেরের কাছে। পড়ার ঘরে দেখলাম মুখ করুণ করে একটা পাণ্ডুলিপির ওপর ঝুঁকে আছে।

'আমি বোধহয় আর লেখালেখি করতে পারব না, জর্জ,' নরম গলায় বিড়বিড় করল সে। 'গোটা পদ্ধতি মনে হচ্ছে আমাকে যেন গিলে খেতে আসছে। আমার বই 'হ্যাং মি আপ বাই মাই ইনটেস্টাইন' আমার প্রেমিক লুসিয়াস যারা ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুরভাবে সমালোচনা করা সত্ত্বেও ভালো চলছে। কিন্তু এই নতুন লেখাটাকে নীরস মনে হচ্ছে। নাম দিয়েছি 'স্কিন মি টু দ্য বোন'। কিন্তু মনটাকে চামড়ার মধ্যে চোবাতে পারছি না।'

'তাহলে কী করবে ভাবছ, আগাথা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সমালোচক হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ক্রিটিকস কনগ্রেগেশনের কাছে আমার একটা সি ভি পাঠিয়ে দিয়েছি, ওটার সঙ্গে প্রমাণপত্র জুড়ে দিয়েছি যে আমি আমার বুড়ি দাদিমার গায়ে হাত তুলি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাচ্চাদের জন্যে আনা দুধ চুরি করে খাই। আমার বিশ্বাস এ গুণের ভিত্তিতে আমি ওই পেশার জন্যে কোয়ালিফাই হব।'

www.banglainternet.com

'আমারও ধারণা তুমি পারবে। তুমি কি সাহিত্য সমালোচক হতে চাইছ ?'

'একদম না। শত হলেও আমি একজন লেখক, আর লেখকরা সাহিত্য সম্পর্কে জানেটাই বা কি ? না আমি বরং কবিতা সমালোচনা করব।'

'কবিতা ?'

'অবশ্যই। কাজটা সহজ। কবিতা আকারে ছোট, পড়তে গেলে মাথা ধরে না। আর আধুনিক কবিতা হলে তো কথাই নেই। ওগুলো তোমার বোঝারও দরকার নেই। কারণ আধুনিক কবিতায় কোনো অর্থই থাকে না। আমি 'বুকসেলারস উইকলি' তে লিখব ঠিক করেছি। ওরা ছদ্মনামে সমালোচনা ছাপে। যতই গালিগালাজ করি, কেউ বুঝতেই পারবে না কার কাজ ওটা।'

'কিন্তু, আগাথা, তুমি বোধহয় জান না তোমার প্রেমিক লুসিয়াস সমালোচনা ছেড়ে দিয়েছে। সে কবিতা লিখছে।'

'দারুণ,' বলল লিসের। 'তাহলে ওর বইয়ের সমালোচনা করব আমি।'

হ্যাজেলটিনের কবিতার বই বেরুল 'ফ্র্যাগ্রান্ট রেমিনিসেন্সেস' নামে। মিস লিসের ছদ্মনামে সে বইয়ের সমালোচনা লিখল। এবার হ্যাজেলটিন গেল আস্তাবলে ঘোড়াদের চাবুক মেরে কিভাবে চাবুক মারতে হয় তা শিখতে। সে 'বুকসেলারস উইকলি' পত্রিকা অফিসে ঢুকে মহা হৈচৈ বাধিয়ে দিল। প্রকাশক পুলিশ ডাকার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, হ্যাজেলটিন দেখল মিস লিসের এক কোনায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে।

'আ-আমি সমালোচনাটা লিখেছি,' তোতলাতে তোতলাতে বলল সে।

হাতের চাবুক ছুঁড়ে ফেলে দিল হ্যাজেলটিন, চোখ ছাপিয়ে জল এল তার। ওকে পুলিশ যখন টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, হ্যাজেলটিন বলল, 'মেয়েটাকে ধরে চাপকানো উচিত ছিল। কিন্তু অত সুন্দর চামড়ায় বেতের দাগ পড়বে সে যাতনা আমি সইতে পারব না বলে আর মারলাম না।'

এতদিন পরে এখনো তেমনই চলছে। বদলা-বদলি হবার পরেও একজন সমালোচক, অপরজন লেখকই রয়ে গেছে। আর তাদের প্রেম, গভীর সে প্রেম চিরদিন অপূর্ণই রয়ে যাবে।

গল্পটা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম আমি। শেষে বললাম, 'আচ্ছা জর্জ, সত্যি বল তো লুসিয়াস ল্যামার হ্যাজেলটিন, যে একজন সাহিত্য সমালোচক ছিল, এখনো কষ্টে আছে ?'

www.banglainternet.com

'বহু কষ্টে আছে।'

'বেশ। আর আগাথা ডরোথি লিসের, যে সমালোচক হয়েছে, সেও কষ্টে আছে, তাই না?'

'হ্যাজেলটিনের চেয়েও।'

'তাদের কষ্ট সারাজীবনই থাকবে?'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'বেশ,' বললাম আমি, 'কেউ বলতে পারবে না যে আমি একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তি কিংবা বুকে রাগ পুষে রাখি। সবাই জানে আমি সহজে ক্ষমা করে দিয়ে ভুলে যেতে পারি। কিন্তু এবার প্রথম ব্যতিক্রম একটা কাজ করব। তবে জর্জ, এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। এই নাও কুড়ি ডলার। অ্যাজাজেলের যদি পৃথিবীর টাকা কাজে লাগে তাহলে তাকে অর্ধেক দিও।'

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com